সংবাদ

তারিখ 13 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

৪৭

খানসামায় ২ হাজারের বেশি ছাত্রী লাপাত্তা : ফেরত গেছে উপবৃত্তির টাকা

জেলা বার্তা পরিবেশক, দিনাজপুর

দিনাজপুরের খানসামা উপজেলায় ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট দ্বিতীয় পর্যায়ের নীতিমালার কারণে ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা দিতে গিয়ে দু'হাজারের বেশি ছাত্রীর হদিস পায়নি। এর ফলে প্রকল্পের প্রায় ১১ লাখ টাকা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ফেরত গেছে।

জানা গেছে, দেশের ১১৯টি উপজেলায় ছাত্রীদের লেখাপড়ায় আগ্রহী ও ঝরেপড়া রোধ করার জন্য ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট বছরে দু'কিস্তিতে উপবৃত্তি দেয়। সে মতে ২০০৬ সালের প্রথম কিস্তিতে খানসামা উপজেলায় ৭ হাজার ৬৫০ জন এওয়াভুক্ত ছাত্রীর মধ্যে ৭ হাজার ৪১৮ জন ছাত্রীকে অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে ২৭ লাখ ৭৮ হাজার ৫০ টাকা উপবৃত্তি দেয়। কিন্তু একই বছরে দ্বিতীয় কিস্তিতে ৫ হাজার ৬৬৫ জন ছাত্রীকে ২২ লাখ ৪১ হাজার ১৯০ টাকা উপবৃত্তি দেয়ায় ৬ মাসের ব্যবধানে ২ হাজার ১৫ জন ছাত্রীর কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, দীর্ঘ ক'বছর থেকে কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা ওই প্রকল্পের কর্মকর্তা ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে ভুয়া ছাত্রীর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু, যৌথ বাহিনীর ভয়ে [illegible] এ বছরে তা করতে পারেনি

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার তোফাজ্জল [illegible] যোগাযোগ করা হলে তিনি [illegible] স্বীকার করেন। তিনি বলেন, দ্বিতীয় কিস্তির সময়ে (জুলাই-ডিসেম্বর) এত বেশি ছাত্রী স্কুল পরিবর্তন কিংবা ঝরে পড়তে পারে না